দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

ইনকিলাব রিপোর্ট : গত ১০ মে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত 'জাতীয়তাবাদী শিক্ষকরা অবহেলিত। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদটির প্রতিবাদ করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইবি'র জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক গোলাম সাকলায়েন স্বাক্ষরিত এই প্রতিবাদপত্রে 'দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, দলবাজি ইত্যাদি অভিযোগ সত্য নয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবাদপত্রে আরো বলা হয়, 'সংবাদে জোট সরকারের নীতি ও আদর্শবিরোধী অবস্থানের কথা উল্লেখ করে শিক্ষক নিয়োগ অস্তিত্বহীন হাফিজিয়া মাদ্রাসার নামে অর্থ সংগ্রহের যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা সত্যের অপলাপ মাত্র। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকের চাহিদা ও প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশ মোতাবেক কর্তৃপক্ষ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে শিক্ষক নিয়োগ করেছে- এ ক্ষেত্রে আওয়ামীকরণের অভিযোগ সম্পূর্ণ অবান্তর'। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশাসনিক পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ স্বার্থে প্রশাসনিকভাবে জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে- এর সঙ্গে আওয়ামীকরণের প্রশ্নটি একেবারেই অমূলক।' এছাড়া প্রতিবাদে মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিল স্তরের ডিগ্রীর জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে এফিলিয়েটিং করার প্রস্তাব 'জাতীয় স্বার্থেই' করা হয়েছে এবং তা 'সরকারের বিবেচনাধীন' আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত 'জাতীয়তাবাদী শিক্ষকরা অবহেলিত। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ' শীর্ষক প্রতিবেদনটি সত্য, বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক। উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই প্রতিবেদনটি রচিত হয়েছে বলাবাহুল্য প্রতিবেদনে আওয়ামীকরণে অভিযোগ তোলা হয়নি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার আংশিক চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। জনাব ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়ে প্রতিবাদপত্রের ভাষায় যাদেরকে 'জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ' হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা শুধু আওয়ামী সমর্থক, বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা বা ১৯৯৬ সালের তথাকথিত জনতার মঞ্চের শিল্পী নন, বরং এদের মধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত এমনকি আর্থিক দুর্নীতির দায়ে সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় হতে চাকরিচ্যুত শিক্ষক ও কর্মকর্তাও রয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও গত, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হিসেবে বিভাগের প্রধান নজরুল ইসলাম চৌধুরী ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আমজাদ হোসেনকে বর্তমান ভিসি'র একক ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। এছাড়া ডঃ আব্দুস সাত্তার, গোলাম সাকলায়েনসহ অনেক পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মনীতি পালন করা হয়নি। একাডেমিক কমিটির সদস্যদের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা শাহিনুর রহমানকে পিএইচডি প্রদানের বিষয়টি ইবি তথা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নজিরবিহীন দুর্নীতির সাক্ষ্যই বহন করে। তবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থিত শাপলা ফোরামের শিক্ষক ও কর্মকর্তা ব্যতীত যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার মত অভিজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষক না পাওয়া যায় তাহলে সেকথা ভিন্ন। এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্যের মতামতসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও অভিযোগ করা হয়েছে বলেও আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে। আর্থিক অনিয়মসহ প্রক্টর, প্রভোস্ট নিয়োগ, নির্বাচনী বোর্ড, প্রেসিডেন্ট ও সিনেটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিভাগওয়ারী কার্যতালিকা আমাদের হাতে রয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্থেই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয়। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্টটিও আমাদের হাতে আছে। আর আমাদের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে, মাদ্রাসাগুলো এফেলিটিংয়ের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি ব্যতীত সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন।